

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

106528 - “রোজাদারেরে ঘুম হল ইবাদত” শীর্ষক হাদিসটি যযীফ বা দুর্বল

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন আলোচককে “রোজাদারেরে ঘুম ইবাদত” এই শীর্ষক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিস বলতে শুনছি। এই হাদিসটি কি সহীহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরজন্য। এই হাদিসটি সহীহ নয়। এটিনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতসোব্যস্তহয়নি। ইমাম বাইহাকী তাঁর ‘শুআবুল ঈমান’ (৩/১৪৩৭) গ্রন্থে ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বেরণা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

( عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : (نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف )

“রোজাদারেরে ঘুম হল ইবাদত। তার নরিবতা অবলম্বন হল- তাসবীহ। আর তার দোয়া হল কবুলযোগ্য এবং তার আমলেরে সওয়াববহুগুণ বশে।”

ইমাম বাইহাকী এই হাদিসটির সনদকে “যযীফ” (দুর্বল) আখ্যায়িতকরছেন। তিনি বলেন: মারুফ ইবনে হোসসান (সনদেরে রাবীদরে একজন): যযীফ (দুর্বল) এবং সুলাইমান ইবনে আমর আন-নাখাঈ তার চয়ে ও যযীফ (দুর্বল)।

ইরাকী তাঁর ‘তাখরীজ ইহইয়া উলুমুদদ্বীন’ (১/৩১০) নামক গ্রন্থে বলেন: সুলাইমান আন-নাখাঈ মথিযাবাদীদরে একজন।

মুনাউয়ী তাঁর ‘ফাইজুলকাদরি’ (৯২৯৩) নামক গ্রন্থে তাকে যযীফ (দুর্বল) আখ্যায়িতকরছেন। আলবানী ‘সলিসলিাতুলআহাদিসআদ যায়ফি’ (৪৬৯৬) গ্রন্থে তাকে উল্লেখকরছেন এবং বলেন: “সযেযীফ (দুর্বল)”।

তাইসাধারণ মুসলমানদেরে দায়িত্ব হলো খতবি ওয়াজরে-বক্তাদেরে বক্তব্য তাদেরে নিকট থেকে নিশ্চিত হওয়া। এতে করে তারা কোন উক্তকিরোসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত করার আগে নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে। কারণ যে কথা

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তিতাতঁরউপরআরোপকরাজায়যেনয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) . (رواه البخاري (1391) ورواه مسلم في مقدمة صحيحه (4) .

“নশিচয়আমার নামে মথিয়া বলা অন্য কারো নামে মথিয়া বলার মত নয়। যবে ব্যক্তহিচ্ছাকৃতভাবে আমার নামমেথিয়া বলে সে যনে তার স্থান জাহান্নামে নরিধারণ করে নিয়ে।”[সহীহ বুখারী (১৩৯১) ও সহীহ মুসলমিরে ভূমকিয় (৪)]

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।